এ সপ্তাহের খুৎবা- (৩)

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্‌ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জন্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ আল্‌-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ট জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

‘এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌ পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহ্‌র আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা, হুর-গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়- বায়বীয়, জড় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাশুকের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবারও আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন নাই। ৪০ বৎসর পর আল্লাহ্‌ অন্তরে কিছুটা বিরহের ব্যথা অনুভব করলেন, আর তখনই তাঁর কুদরতি চোখ থেকে এক ফুটো জল হাতের তালুতে পড়ে যায়। সাথে সাথে নুরে মুহাম্মদীতে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ- নামের জিকির। সে জিকির চলতে থাকে বহুকাল। আল্লাহ খুশি হলেন। সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা, সাত আসমান আর সাত জমিন। তৈরী হলো বাগান সাজানো বেহেস্ত। মক্কার কা-বা ঘর সৃষ্টির ৪০ হাজার বছর পর, এবারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো আদম সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করাবেন। ফেরেস্তাগণ আল্লাহপাকের, আদম সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে এই বলে প্রতিবাদ করলেন যে, ‘হে প্রভু, তোমার নামের জিকির করতে তোমার অগনিত ফেরেস্তারা কি যতেষ্ঠ নয়’? আল্লাহ বল্লেন, ‘আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানো না’। আদম তৈরীর মাটি সংগ্রহের লক্ষ্যে বেহেস্ত থেকে আজরাইল ফেরেস্তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিধর আজরাইল এক থাবায় যতটুকু মাটি তাঁর মুষ্ঠিতে তুলে নিলেন, তার ওজন ছিল ৪০ মণ। এই ৪০ মণ মাটি দিয়ে তৈরী হলো আদমের কায়া (দেহ)। ৪০ দিন শুইয়ে রাখা হলো আদমের দেহ আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে। তারপর একদিন ডাক পড়লো জিবরাইল ফেরেস্তার। আল্লাহ বল্লেন- ‘হে জিবরাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদমকে বেহেস্তে নিয়ে আসো। এবার আদমের দেহে প্রান সঞ্চারণ করা হবে।’ জিবরাইল ফেরেস্তার হাতে আদমের রুহ্‌ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন- ‘আদমের মাথার তালু দিয়ে এই রুহ্‌ ঢুকিয়ে দাও।’ কিন্তু রুহ্‌ আদমের দেহে থাকতে চায় না। একবার, দুইবার তিনবার চেষ্টা করে জিবরাইল ব্যর্থ হলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন- ‘হে রুহ, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো কেন?’ রুহ্‌ জবাব দিলো- ‘হে মালিক, আদমের মাটির অন্ধকার খাঁচায় আমার ভাল লাগেনা।’ আল্লাহ জিবরাইলকে বল্লেন- ‘জিবরাইল, বেহেস্তের দিকে তাকাও। একটি উজ্জল তারকা (নুরে মুহাম্মদ) দেখতে পাচ্ছো? ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও।’ জিবরাইল তা-ই করলেন। আবার রুহ্‌ ঢুকানো হলো। এবারে আদমের দেহ থেকে রুহ্‌ বেরিয়ে এলোনা। একটা ঝাকুনি

দিয়ে আদম জেগে উঠে বসে পড়লেন, আর সাথে সাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ্ জিবরাইলকে আদেশ দিলেন- 'জিবরাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি জান্নাতি পেয়ালায় সযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে ঈসা নবীর মা, মরিয়মের স্বামী বানাবো।'

এ হলো হজরত ঈসা নবীর (দঃ) জন্ম-বৃত্তান্ত। কোরআনের একাধিক সুরায়, সুরা আল্ আ'নাম, সুরা আত্-তাওবাহ্, সুরা ইউনুসে বারবার আল্লাহ্ বলেছেন যে ঈসা তাঁর পুত্র নন। সুরা বনি-ইসরাইলে আল্লাহ একটু বিরক্ত হয়েই পেগানদেরকে প্রশ্ন করেন-

أَفَأَصْفَٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ

وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنَٰثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

আয়াত নং ৪০

তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ভুষিত করেন, আর তিনি (আল্লাহ্) নিজের জন্যে ফেরেস্তাদের কাছ থেকে কন্যা-সন্তান গ্রহন করেন? নিশ্চয়ই তোমরা বড় গর্হিত কথাবার্তা বলছো।

Has then your Lord (O pagans of Makkah) preferred for you sons, and taken for Himself from among the angels daughters. Verily! You utter an awful saying, indeed.

পরবর্তি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَلَقَدْ

صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا۟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (৪১)

এই কোরআনে আমি নানাভাবে বুঝিয়েছি, যেন তারা বুঝে, অতচ যত বুঝাই ততই তাদের বিতৃঞ্চা বাড়ে ছাড়া কিছু হয়না।

সুরা মরিয়মের ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২ আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন-

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (৮৮)

তারা বলে, আল্লাহ্ দয়াময় পুত্র-সন্তান গ্রহন করেছেন।

(৮৯) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا

নিশ্চয়ই তোমরা অদ্ভুত কান্ড করছো।

৯০ নং আয়াতে আল্লাহ সন্দেহ করছেন, পেগানদের এ কান্ডে দুনিয়ায় মারাত্নক কিছু ঘটে যেতে পারে।

(৯০) تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا

হয়তো এ জন্যে (আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করার কারনে) এখনই আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

(৯১) যেহেতু তারা দাবী করে, আল্লাহ্‌ দয়াময় পুত্র-সন্তান গ্রহন করেছেন।
(৯২) আল্লাহ্‌ দয়াময়ের জন্যে উচিৎ নয় যে, তিনি পুত্র-সন্তান গ্রহন করেন।

এত কিছুর পরেও ১৫ শত বছর গত হয়ে গেছে, আজও খৃষ্টানরা ঈসাকে ‘Son of God’ বলে বিশ্বাস করে, সুতরাং তারা অবশ্যই কাফের। প্রশ্ন হতে পারে, পেগানদের অদ্ভুত কান্ডে (আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করার কারনে) আল্লাহপাক ১৫ শত বছর আগে বলেছিলেন- ‘হয়তো এখনই আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে’ তা আজও হয়নি কেন? কারণ আল্লাহ্‌র এক নাম ‘কাহ্‌হার’ (মহা-রাগান্বিত) হলেও পাশপাশি তার অপর নাম ‘রাহ্‌মান’ (পরম দয়ালু)। সুরা আল্‌ আ’নাম, সুরা ইউনুস, সুরা মরিয়ম, সুরা বনি-ইসরাইল, এ সবই ইসলামের প্রাথমিক কালে মক্কায় অবতীর্ণ সুরা সমুহ। ইসলাম প্রচারে প্রথমাবস্থায়, মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলোতে আল্লাহ্‌ তিনটি বিষয়ের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। (১) পুর্ববর্তি নবীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব-শাস্তি, আল্লাহ্‌ কর্তৃক অগণিত জনপদ ধ্বংসের ইতিহাস (২) কোরআন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ট ও শেষ কিতাব, এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ট ও শেষ নবী বলে প্রচার (৩) বিশ্বাসীদের জন্যে পরকালে মহা পুরুস্কার, বেহেস্তের পরম সুখের বর্ণনা ও অবিশ্বাসীদের জন্যে দোজখে ভয়ানক শাস্তির বর্ণনা।
মনে রাখতে হবে আমাদের নবী মোহাম্মদের (দঃ) পুর্ববর্তি নবীগণ এসেছিলেন নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট গোত্রের লোকের জন্যে সীমিত দায়ীত্ব নিয়ে, তাদের ওপর যুদ্ধের নির্দেশ ছিলনা এবং যুদ্ধ-লব্ধ গণিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) জায়েজ ছিলনা। আর আমাদের নবী মোহাম্মদ (দঃ) এসেছিলেন সারা বিশ্বের নবী হয়ে, বিশেষ দায়ীত্ব নিয়ে অর্থাৎ সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর সময়ে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ আসে এবং যুদ্ধ-লব্ধ গণিমতের মালও (কাফেরদের নারী ও সম্পদ) জায়েজ হয়। কোরআনের এ অধ্যায়টুকু, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্দেশনাবলী নিয়ে নাজিল হবে নবীজীর মদীনায় হিজরতের পর।

আদম-সন্তান কিভাবে পৃথিবীতে আসলো আর কিভাবে বিপথগামী হলো, আল্লাহ্‌ কোরআনের সুরা ‘তোয়া-হা’ য় তার বিবরণ দিচ্ছেন-

১১৫) আর আমরা ইতিপুর্বে আদমের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আর আমরা তার মধ্যে কোন দৃঢ়তা পাইনি।
১১৬) আর আমরা যখন ফেরেস্তাদেরকে বল্লাম ‘আদমকে সেজদা করো’ তখন তারা সেজদা করলো কিন্তু ইবলিশ করলোনা, সে আমাদের কথা অমান্য করলো।

১১৭) সুতরাং আমরা বল্লাম-'হে আদম ! এ শয়তান তোমার ও তোমার স্ত্রীর জন্যে একজন শত্রু, সে যেন তোমাদেরকে বেহেস্তের বাগান থেকে বের করে না দেয়, তেমন হলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।
১১৮) নিঃসন্দেহে তুমি বেহেস্তে ক্ষুধা অনুভব করবেনা এবং উলঙ্গ হবেনা।
১১৯) আর নিঃসন্দেহে তুমি বেহেস্তে তৃষ্ণা অনুভব করবেনা এবং রৌদ্রেও পুড়বেনা।
১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বল্লো- 'হে আদম, আমি কি তোমাকে এক অনন্ত-জীবনদায়ক বৃক্ষের কাছে নিয়ে যাবো এবং ক্ষয়হীন এক রাজত্ব দেখাবো?
১২১) তারপর তারা ঐ গাছের ফল ভক্ষন করলো আর তাদের লজ্বা-স্থানগুলো তারা দেখতে পেলো, তখন তারা নিজেদেরকে ঢাকতে শুরু করলো গাছের পাতা দিয়ে। আর আদম তার প্রভুর অবাধ্য হয়েছিল তাই সে ভ্রান্ত পথ ধরলো।

হাদীস শরীফ থেকে তাফসিরকারকগণ ঘঠনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

আদমকে সৃষ্টি করে তাঁকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলেন। ইবলিস্ ব্যতিত সবাই আদমকে সেজদা করলো। তকব্বুরী, অহংকার করার কারণে ইবলিস্ অভিশপ্ত হয়ে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হলো। একদিন বাবা আদম লক্ষ্য করলেন, বেহেস্তের এক কোণে তাঁরই মত অপরূপ সুন্দর একটি মানুষ। বেহেস্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্রেক হলো। (উল্লেখ্য বেহেস্তের চতুর্দিক আয়না দিয়ে সাজানো)। সাথে সাথে আল্লাহ্র পাকের হুকুমে আদমের গালে দাড়ি গজিয়ে উঠলো। আদম খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছোঁয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহ্র কাছ থেকে নিষেধ আসলো- 'হে, আদম, হাওয়ার গায়ে হাত দিওনা। হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে।' আদম বল্লেন- 'প্রভু, এখানে আমার কি আছে মোহরানা দেয়ার?' আল্লাহ্ বল্লেন- 'বেহেস্তের চারদিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ?' আদম বল্লেন- 'হে আল্লাহ্ দয়াময়, আরশের উপরে নীচে ডানে বামে, বৃক্ষাদির পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে তোমার নামের পাশে শুধু একটা নামই দেখতে পাই, সে নামটি মুহাম্মদ (দঃ)'। আল্লাহ বল্লেন- 'আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ পড়ো, তোমাদের বিয়ের মোহরানা আদায় হয়ে যাবে।' আদম তা-ই করলেন। আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ বল্লেন- "ওকুলনা ইয়া আদামুসকুন আন্তা ওয়াজাউকাল জান্নাতা, ওয়াকুলা মিনহা রাগাদান হাইতু শি-তুমা, ওয়ালা তাকরাবাহা জিহিস্সাজারাতা, ফাতাকুনা মিনাজ্জালিমিন।" সুখে সাচ্ছন্দে, ইচ্ছামত বেহেস্তের সবকিছু উপভোগ করো কিন্ত ঐ গন্ধম গাছটির কাছে যেয়োনা, তার ফল ভক্ষন করোনা, যদি করো তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একদিন ইবলিস বড় এক আলেমের বেশে হাওয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে বল্লো- 'হে হাওয়া, আমি তোমাদের এক শুভানুদ্ধ্যায়ী বিধায় সতর্ক করে দিতে এলাম। এখান থেকে বহু দূরে দুনিয়া নামে এক যায়গা আল্লাহ তৈরী করেছেন, যেখানে অতি শীঘ্র তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে বেহেস্তের সুযোগ সুবিধে মোটেই নেই। চিরস্থায়ীভাবে বেহেস্তে থাকতে হলে ঐ গন্ধম গাছের ফল ভক্ষন করতে হবে।' হাওয়া বল্লেন- 'ঐ ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।' ইবলিস বল্লো- 'বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমার কাজ

মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, তাই বলে গেলাম।' বেহেস্তে সুখের লোভে, ইবলিসের কথায় বিশ্বাস করে, মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করলেন। ধীরে ধীরে হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন, ফল গুলো তাঁর নাগালের কিছুটা বাইরে। হাওয়া দু-পায়ের বুড়ি আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিয়দংশ কাপড় ওপরে উঠে যায়। তিনি ওপরের দিকে মুখ তোলে তাকালেন, অমনি চেহারার আবরণ ও মাথার কাপড় খোলে যায়। মা হাওয়া দু হাত উচুঁ করলেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সেদিন মা হাওয়ার শরীরের চার যায়গা অনাবৃত হয়েছিল। এ জন্য সেদিন থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য ওজুতে চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। মা হাওয়া নিজে গন্ধম খেয়ে বাবা আদমকে প্রস্তাব করলেন খাওয়ার জন্য। আল্লাহর নিষেধ না মানার কারণে আদম খুবই রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে, পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা ডালটাই ছিল মূসা নবীর হাতের আশা (লাঠি), যে লাঠি স্বর্প হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে এক শ্বাসে গ্রাস করে চিৎকার দিয়ে বলছিল, আমাকে আরো দাও আরো দাও, ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায়। মূসার (আঃ) সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল. যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে একসাথে ২০০ বার পায়খানা করেছিল'।

(মূসা ও ফেরাউনের এই ঘঠনাটিও সুরা 'তোয়া-হা' য় বিশদভাবে বর্ণিত আছে।)

"যেই মাত্র বাবা আদম আর মা হাওয়া গন্ধম খেলেন, অমনি তাঁদের শরীর থেকে বেহেস্তি রেশমী কাপড় গুলো বাতাসে উড়ে যায়। আদম-হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে বেহেস্তের চতুর্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকেন আর বৃক্ষাদির কাছে মিনতি করে বলেন- 'হে গাছ, একটু দয়া করো, কিছু পাতা দাও ইজ্জত ঢাকি'। গাছ উত্তর দেয়- 'হে আদম, পাতা দেওয়া যাবেনা কারণ তোমরা প্রভুর নিষেধ অমান্য করেছো'। আদম-হাওয়ার পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে আল্লাহ্ জিব্রাইলকে ডাক দিলেন, হে- 'জিব্রাইল শীঘ্র আসো, আমার আদম বিপদে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জয়তুন গাছ থেকে ৮টি পাতা নিয়ে আদমের কাছে যাও। ৫টি পাতা হাওয়াকে দিয়ো আর ৩টি পাতা আদমকে।' সেই থেকে জগতের মানুষের মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্য কাফনের ৫ কাপড় আর পুরুষের ৩ কাপড় নির্ধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ করলেন, আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিব্রাইল বল্লেন- 'প্রভু হুকুম করুন কোথায় কোন্ যায়গায় তাদেরকে রেখে আসবো।' আল্লাহ্ বল্লেন- 'হাওয়াকে মক্কা থেকে পশ্চিমদিকে ৪০ মাইল দূরে জেদ্দা নদীর পাড়ে পূর্ব-মূখী করে. আর আদমকে আরবের সীমানা থেকে পূর্বদিকে ৬০০ মাইল দূরে সড়ং-দ্বীপের কিনারে পশ্চিম-মূখী করে রেখে দাও।' হাওয়া হাঠতে শুরু করলেন পূর্বদিকে আর আদম পশ্চিম দিকে।

'৩৬০ বৎসর কাঁদলেন একটি ভুলের দায়
বাবা আদম সড়ং-দ্বীপে, মা হাওয়া জেদ্দায়।'

৩৬০ বৎসর কাঁদতে কাঁদতে চলতে চলতে জিলহজ্ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে বাবা আদম আর মা হাওয়ার পুনর্মিলন হয়। দুনিয়ায় বাবা আদম এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আমাদের মা হাওয়া (আঃ) ১৪০ বার হামেলা (গর্ভবতী) হোন। প্রতি বারই জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব

করেছিলেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ১৪১ বার এর সময়ে একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেন। তিনিই হজরত শীষ (আঃ), জগতের দ্বিতীয় নবী। এভাবে করে নুরে মোহাম্মদী বাবা আদমের কপাল বেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বইজন নবীর পর, যেদিন আব্দুল্লাহ্‌র কপাল থেকে মা আমেনার গর্ভে চলে যায়, সেদিন হতে ইবলীস্‌ শয়তানের জন্য আকাশের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন থেকে ইবলীস্‌ শয়তান প্রথম আকাশের ওপরে আর উঠতে পারেনা। তবু মাঝে মাঝে শয়তান লুকিয়ে লুকিয়ে কান পেতে চেষ্টা করে আরশে কি হচ্ছে শুনতে। আল্লাহ বলছেন- (সুরা আল্‌ হিজর্‌)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ آয়াত ১৬

নিশ্চয়ই আমি তারা দিয়ে রাশি-চক্র (Zodiacal signs) সৃষ্টি করে আকাশকে দর্শকদের জন্যে সু-শোভিত করেছি।

وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ আয়াত ১৭

আর আমি আকাশকে সকল বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রেখেছি।

إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ (১৮)

কিন্তু যে শয়তান চুরি করে শুনে পালায় তাকে উজ্জল অগ্নী-শিখা (রাতে সূর্যের উল্কা-পিন্ড, মেঘ-বাদলের দিনে বজ্রপাত) পশ্চাদ্ধাবন করে তাড়িয়ে দেয়।

তাড়া খেয়ে শয়তান মানুষের মাঝে লুকোতে চায়, তাই বিজলী (বিদ্যুত ঝলকানী) দেখলে সাথেসাথে পড়তে হয় ‘ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউয়ুল আজিম’।

অনেকে মনে করেন, পৃথিবীতে নবীদের সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার। কথটা ঠিক নয়। হজরত নুহ্‌ (আঃ) এর সময়ের প্লাবনের নয়-শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌ জীব্রাইলকে বেহেস্তের একটি গাছের চারা হাতে দিয়ে বলেছিলেন- ‘যাও জীব্রাইল এই চারাটি কেনান শহরে প্রোথিত করে এসো।’ নয় শত বৎসর পরে ঐ গাছ দিয়ে ২ লক্ষ ২৪ হাজার তক্তা বানিয়ে হজরত নুহের নৌকা তৈরী করা হয়। প্রতিটি তক্তায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল। নৌকার আগায় লিখা ছিল আমাদের নবীর নাম ‘মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ (দঃ)’।

চলবে-